গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
http://food.rangpurdiv.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

প্রোগ্রাম নং- ৪৮/ডিআরটিসি।

স্মারক নং ঃ ১৩.০৮.০০০০.০০৫.৫০.০৪০.১৭. ২৬০ (২) তারিখঃ ২৯।০১।২০১৮

প্রাপক ঃ ১. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সেতাবগঞ্জ এলএসডি, দিনাজপুর।
২. ব্যবস্থাপক, সান্তাহার সিএসডি, বগুড়া।

বিষয় ঃ সড়ক পথে ১০০০ (এক হাজার মেঃ টন আমন'১৭-১৮ সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি।

সূত্র ঃ ১। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর কার্যালয়ের ২৭/০১/২০১৮ তারিখের ৩৬৯ নং স্মারক।
২। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের ২৭/০১/২০১৮ তারিখের টেলিফোনিক নির্দেশনা ও অনুমতি।

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর সূত্রস্থ ১নং স্মারকে জেলার সেতাবগঞ্জ এলএসডিতে সংগ্রহের স্বার্থে খালি জায়গা সৃষ্টির লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে উক্ত এলএসডি হতে ৫০০০ মেঃ টন আমন'১৭-১৮ চাল স্থানান্তরের প্রস্তাব করেন। বর্তমানে সেতাবগঞ্জ এলএসডিতে ৫০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতার বিপরীতে ৬১১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। চলমান আমন সংগ্রহ মৌসুমে উক্ত এলএসডিতে এখনো প্রায় ১৪৭০৮ মেঃ টন চাল সংগ্রহের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে খালি জায়গার অভাবে উক্ত এলএসডি'র সংগ্রহ কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো মহোদয়ের সাথে আলোচনা করা হলে তিনি সংগ্রহ কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে সেতাবগঞ্জ এলএসডি হতে আমন'১৭-১৮ সিদ্ধ চাল ডিআরটিসি'র মাধ্যমে সান্তাহার সিএসডিতে স্থানান্তরের নির্দেশনা ও অনুমতি প্রদান করেন।

এমতাবস্থায়, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সেতাবগঞ্জ এলএসডিতে সংগ্রহ কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো মহোদয়ের নির্দেশনা ও অনুমতিক্রমে ১০০০ মেঃ টন সংগৃহিত আমন'১৭-১৮ সিদ্ধ চালের ঠিকাদারওয়ারী সড়কপথে নিম্নোক্ত চলাচল সূচী জারি করা হলো

ক্রঃ নং	ঠিকাদারের নাম	প্রেরণ কেন্দ্র	প্রাপক কেন্দ্র	পণ্য	পরিমাণ (মেঃটন)	শ্রেণী	পরিবহণ মাধ্যম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	মে/এম.ডি আব্দুল গফফার	সেতাবগঞ্জ এলএসডি	সান্তাহার সিএসডি	আমন'১৭-১৮ সিদ্ধ চাল	৫০.০০০	৫নং স্লাব	সড়ক
২	মে/এম.ডি মফিজুর রহমান				৫০.০০০	ঐ	ঐ
৩	মে/এম.ডি নজরুল ইসলাম	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৪	মে/কাফি এন্ড মাফি	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৫	মে/গৌতম রাইস মিল	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৬	মে/নওয়াপাড়া ট্রেডিং	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৭	মে/হলি ম্যাসকট কোং	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৮	মে/দি আশা শিপিং লাইন্স	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
৯	মে/মাহবুব এন্ড ব্রাদার্স	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১০	মে/দিপু ট্রেডিং	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১১	মে/মেকা পাওয়ার	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১২	মে/এন এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৩	মে/মতিউর রহমান এন্ড ব্রাদার্স	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৪	মে/জি.এম রাসেল এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৫	মে/মোহাম্মদী এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৬	মে/রোজেষ্ট এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৭	মে/সুমন ব্রাদার্স	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৮	মে/মাহফুজা এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
১৯	মে/নরেন্দ্র নাথ সাহা	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
২০	মে/বাবুল এন্টারপ্রাইজ	ঐ	ঐ	ঐ	৫০.০০০	ঐ	ঐ
				সর্বমোট =	১০০০.০০০ (এক হাজার)		

নির্দেশনাবলী ঃ

১. জারীকৃত সূচীর অধীনে প্রেরিত চাল অবশ্যই বিনির্দেশসম্মত হতে হবে এবং ওয়ারেন্টি মোতাবেক চাল প্রেরণ করতে হবে।
২. প্রেরিত খামালের চালের মান কারিগরি শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শনকৃত, যাচাইকৃত এবং ভৌত বিশ্লেষণকৃত হতে হবে।
৩. প্রেরক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রেরিতব্য চালের বস্তায় ১০০% ক্রয়কেন্দ্র ও মিলের স্টেনসিল (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) নিশ্চিত করবেন। অনুরূপভাবে প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চালের বস্তায় ১০০% ক্রয়কেন্দ্র ও মিলের স্টেনসিল দেখে বুঝে নিবেন। এর ব্যত্যয় হলে সৃষ্ট যেকোন জটিলতার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের উপর বর্তাবে।
৪. প্রেরক কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিটি ইনভয়েসের বিপরীতে নমুনা ও ভৌত বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।
৫. প্ররক কেন্দ্র হতে ইনভয়েসে অটো/হাস্কিং উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রাপক কেন্দ্র অটো/হাস্কিং মিল অনুযায়ী পৃথক পৃথক খামাল গঠন করবেন। পাতা-২
৬. প্রেরক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে সূচীকৃত পণ্য বোঝাই দিতে হবে।
৭. যে কেন্দ্র হতে সূচী জারি করা হয়েছে অবিলম্বে সেই কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিবিড় তদারকিতে উক্ত কেন্দ্রের চালের ভৌত গুণগতমান যাচাই করতে হবে।

P-2(48).jpg

৮. **জারিকৃত সূচীর অধীনে কোন কেন্দ্র হতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ও এলএসডি এবং মিলের স্টেনসিলবিহীন কোন বস্তা প্রেরিত হলে ঐ কেন্দ্রের সূচী বন্ধ রাখাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভে করতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভি-ইনভয়েসের সাথে গেঁথে দিতে হবে। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে ট্রাকের সাথে প্রেরণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি অনুযায়ী মালামাল অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। কোনক্রমেই চলাচল সূচীর অনুকূলে পোকাক্রান্ত বা জীবন্ত পোকাসহ নিম্নমানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না।

১০. সূচীপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ সংশ্লিষ্ট সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে যোগদান পত্র দাখিল করবেন এবং সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর চলাচল সূচী যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে মালামাল পরিবহণের ব্যবস্থা করবেন।

১১. প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ভি-ইনভয়েসে বিতরণ সংকেতসহ সংকেত প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া ভি-ইনভয়েসে পণ্য উল্লেখ করতে হবে। তদ্রূপ প্রাপক কেন্দ্রকে মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথে তা খামাল কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১২. সকল ক্ষেত্রেই ব্যাক মুভমেন্ট পরিহার করে এই সূচী কার্যকর করতে হবে।

১৩. প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ ও প্রাপ্তির অগ্রগতি জানাতে হবে।

১৪. প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে মালামাল প্রেরণের সাথে সাথে ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে এবং প্রাপকগণ মালামাল প্রাপ্তির পর এবং ভি-ইনভয়েস প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাপ্ত অংশ পুরণ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রেরক প্রেরিত মালের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা উত্তোলনপূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে ১টি নমুনা ভি-ইনভয়েসের সিসি কপির সাথে পরিবহনকারীর মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রে পাঠাবেন ও ১টি নমুনা নিজের কাছে রাখবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রেরক কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১৫. গুদামে খামাল পরিদর্শনপূর্বক গুদাম লেজারে খাদ্যশস্য প্রেরণ এবং প্রাপ্তির এন্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ভি-ইনভয়েসে স্বাক্ষর করবেন।

১৬. প্ররণ/প্রাপক কেন্দ্রের সাইলো অধীক্ষক/ম্যানেজার/সি.এস.ডি./এস.এড.এম.ও./ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চলাচল সূচীর মেয়াদ শেষে নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ/প্রাপ্তির বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

ছক ঃ

সূচী নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারের নাম	প্রেরক	প্রাপক	প্রেরিত মালের পরিমাণ	প্রাপ্ত মালের পরিমাণ	পরিবহণ ঘাটতি/ বাড়তি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৭. পরিবহনকালিন সরকারী খাদ্যশস্য কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি/তছরূপ/জালিয়াতি/আত্মসাতের জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৮. ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ প্রেরণ কেন্দ্রে খাদ্যশস্য গ্রহণের স্বপক্ষে এবং প্রাপক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র স্বাক্ষর করবেন।

১৯. ট্রাকের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করে পরিবহণকৃত মালামাল এবং বাংলাদেশ সরকারের যেকোন প্রোপার্টির ক্ষতি সাধন করলে/হলে ঠিকাদার/প্রেরণ কেন্দ্র দায়ী হবে।

২০. প্রাপ্ত সূচীতে খাদ্যশস্য পরিবহণকালে আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে অথবা খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদার উক্ত সূচীর জন্য পরবর্তীতে সমন্বয় সূচী প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না। তবে Force Majeure এর আওতায় ঠিকাদার আবেদন করতে পারবেন।

২১. ***এই চলাচল সূচীর মেয়াদ ৩১/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।*** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ আনিছুর রহমান)
সহঃআঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(অঃদাঃ)
পক্ষে-আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

স্মারক নং ঃ ১৩.০৮.০০০০.০০৫.৫০.০৪০.১৭.২৬৭২(১১)

তারিখঃ 29/01/2018

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে।

১. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. পরিচালক, চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। জারিকৃত সূচির অনুমোদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৫. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দিনাজপুর/বগুড়া
৬. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ... ।
৭. মেসার্স .... সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ বস্তার গায়ে স্টেন্সিল লেখে মালামাল বোঝাই দিবেন এবং নমুনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। ভাল মানের মালামাল বুঝে নিবেন এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উহা গন্তব্যে বুঝিয়ে দিবেন।
৮. বিল শাখা/নোটিশ বোর্ড, অত্র দপ্তর।
৯. দপ্তর নথি।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
রংপুর বিভাগ, রংপুর।